গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও
জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প,
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

নং-৩৩.০১.০০০০.৮৩৩.০৬.০০৪.২৫/ ২৬৬ তারিখঃ ২৩/০৩/২০২৫ খ্রিঃ।

প্রাপক
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা,
.....।

বিষয় ঃ বিতরনকৃত প্যাকেজের আওতায় প্রাণি পালনে সাফল্যের নমুনা (কেস স্টাডি) প্রেরন প্রসংগে।

সূত্রঃ পরিকল্পনা কমিশনের আইএমইডি কর্তৃক ইন ডেপথ মনিটরিং কার্যক্রম।

উর্পযুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, পরিকল্পনা কমিশনের আইএমইডি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ইন ডেপথ মনিটরিং কার্যক্রম চলমান আছে । চলমান মনিটরিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে অত্র প্রকল্প হতে অনুদান গ্রহনকারী সুফলভোগীর সাক্ষৎকার গ্রহন পূর্বক সংযুক্ত (নমুনা) এর আলোকে প্রতিটি প্যাকেজের আওতায় নূন্যতম ০৩ (তিন) টি কেস স্টাডি প্রতিবেদন প্রস্তুতকরতঃ আগামী ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে প্রকল্প দপ্তরে প্রেরনের জন্য অনুরোধ জানানো হলো ।

২৩/০৩/২০২৫

(ড. অসীম কুমার দাস)
প্রকল্প পরিচালক
সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও
জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প,
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

23-03-25

অনুলিপিঃ কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে

১। আইসিটি কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহ) ।
২। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ...।
৩। পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ঢাকা/চট্রগ্রাম/ময়মনসিংহ/রংপুর/রাজশাহী/সিলেট/খুলনা/বরিশাল।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য

১। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর,বাংলাদেশ,ঢাকা।
২। পরিচালক, প্রশাসন/সম্প্রসারন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর,বাংলাদেশ,ঢাকা।

কেস স্টাডি-১

সন মনি হাসদা, আলাদিপুর, ফুলবাড়ি, দিনাজপুর। মোবাইল নং----------, এন আই ডি নং----------। ৪ সন্তানের মা তিনি। সংসারের অভাবের কারনে ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া তেমন একটা করাতে পারেননি। সাওতাল পল্লী এলাকায় কৃজিকাজ ছাড়া অন্যান্য কর্মসংস্থানের সুযোগ খুব কম। সেজন্য এই এলাকার মানুষেরা প্রধানত কৃষিকাজ করে থাকেন। সন মনি হাসদা কৃষিকাজের পাশাপাশি আগে শুধু মুরগি ছাগল পালন করতো। "সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ নৃ-গোস্টির আর্থ সামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পটি (২য় সংশোধিত) প্রকল্প থেকে তিনি ২টি ভেড়া পেয়েছিলেন। প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত ২টি ছেঁড়া থেকে এখন ৪টি ভেঁড়ার জন্ম হয়ে মোট ৬টি হয়েছে।

ছবি

অনুদান (প্রাণি ও গৃহ) ও সুফলভোগী

তিনি বলেন, দৈনিক ক্ষেতে শ্রমিক হিসেবে কৃষিকাজ করে সংসার চালান। তিনি যেখানে কৃষিকাজ করেন তার আশেপাশে ঘাসযুক্ত মাঠে ভেড়াগুলো বেঁধে রাখেন। এর ফলে আলাদা করে খুব বেশি খাবার দেওয়ার প্রয়োজন হয়না। ভেড়া সাধারনত অনেকবেশি খাবার গ্রহন করে যা কিনে খাওয়ানোর মতো সামর্থ ওনার নাই।

ভেড়া থাকার জন্য প্রকল্প থেকে যেভাবে ঘরটি দেয়া হয়েছিল এখনো সেভাবেই তা তিনি খুব যত্ন করে রেখেছেন এবং ভেড়াগুলো বাড়িতে ফেরার পর সেই ঘরটিতেই থাকে। সন মনি হাসদা, ভেড়াগলোকে অনেক যত্ন করে রাখেন বলে ভেড়াগুলোর স্বাস্থ্য ভালো এবং রোগমুক্ত। তবে ভেড়ার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে ভেড়াগুলোকে একসাথে রাখার জায়গা হচ্ছেনা। প্রকল্পের অধীনে নিয়মিত পশু চিকিৎসক ও টিকার বিষয়ে পরামর্শ পেয়েছেন।

তিনি আরও জানান কয়েক মাস আগে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তার পরিবারের কাছে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় চিকিৎসা করানো কঠিন হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় তিনি প্রকল্প থেকে পাওয়া দুটি ভেড়া বিক্রি করেন, যা থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন।

কৃষিকাজ, ঘরসংসার সামলিয়ে ভেড়া পালন করছেন সফলতার সাথে। ভবিষ্যতে তিনি স্বপ্ন দেখেন, নিজের একটি বড় ভেড়ার খামার হবে। তিনি বলেন, সরকার যদি খামার ঘর এবং কয়েকটি ভেড়া বাড়ানোর জন্য আর্থিক সহয়তা প্রদান করতো তাহলে তিনি তার স্বপ্ন পূরণ করতে পারতেন।

কেস স্টাডি-২

সাবা হেমব্রম, কহরপাড়া, ঠাকুরগাঁও, সফল খামারী। মোবাইল নং----------, এন আই ডি নং----------।

প্রকল্প থেকে ১টি বকনা বাছুর প্রদান করা হয়েছিল। ১টি বকনা বাছুর থেকে এখন তিনি সফল উদ্যোক্তা। বতর্মানে প্রকল্প থেকে পাওয়া গাভী থেকে ৩টি বাছুরের জন্ম হয়েছে এর মধ্যে ১টা মারা গিয়েছে ২টা আছে। এছাড়া বাচ্চাসহ গাভীটি আবারও গভর্বর্তী পরিলক্ষিত হয়।

সাবা হেমব্রম বলেন, সংসারে অনেক অভাব অনটন ছিল সেই সময়ে "সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ নৃ-গোস্টির আর্থ সামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পটি (সংশোধিত) প্রকল্প থেকে ১টি বকনা, থাকার জন্য একটি ঘর, তিন মাসের দানাদার খাবার দিয়ে গরু পালন শুরু করেন। তিনি প্রতিদিন গাভীর থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ দুধ সংগ্রহ করে তা পরিবারের জন্য ব্যবহার করেন এবং অবশিষ্ট দুধ স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। বর্তমান দুধ উৎপাদন দৈনিক ৫ লিটার। প্রতি লিটার দুধের স্থানীয় মূল্য ৭০/- টাকা লিটার দরে দুধ বিক্রি করেন। তিনি বাড়ির পাশে নিজস্ব জমিতে গরুর খাবারের জন্য ঘাস চাষ করেছেন সেখান থেকে ঘাসের চাহিদা পুরণ হয় এছাড়া দানাদার খাদ্য বাজার থেকে কিনে থাকেন। প্রকল্পের অধীনে নিয়মিত পশু চিকিৎসক ও টিকার বিষয়ে পরামর্শ পেয়েছেন।

ছবি

অনুদান (প্রাণি ও গৃহ) ও সুফলভোগী

কিছুদিন আগে অসুস্থ হয়ে একটি বাচ্চুর মারা গিয়েছে। কারণ অনেক দূরের রাস্তায় যাতায়াত সমস্যার কারণে বাছুরটিকে সময়মত ডাক্তারের কাছে নেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সেইজন্য তিনি সুপারিশ করেন, পশু চিকিৎসা যদি ঘরে বসেই পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করা।

যদিও পরিবারের আয়ের পরিমাণ সীমিত, তবুও তিনি কোনভাবে তার সন্তানের পড়াশোনার সুযোগ নিশ্চিত করতে চান। বর্তমানে তার সন্তান কলেজে পড়াশোনা করছে এবং ভালো ফলাফলও করছে। গাভীর দুধ থেকে যা আয় হয়, তা দিয়ে তার সন্তানের স্কুলের ফি, বই, খাতা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা সামগ্রী ক্রয় করেন।

দুধ বিক্রি করে এখন তিনি সংসারের চাহিদা পূরণ করতে পারছেন। সন্তানদের পড়াশোনা করাচ্ছেন এবং চিকিৎসা বা অন্যান্য খরচ দুধ বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে করতে পারছেন। বতর্মানে গাভী প্রতি প্রতিদিনের খরচ ৮০/- টাকা এবং প্রতিদিন তার আয় হয় ৩৫০ টাকা। বর্তমানে তার অনুদান প্রাপ্ত বকনাসহ ২টি বাছুরের আনুমানিক মূল্য ২৫০,০০০/- টাকা। তবে তিনি এখনই গরুগুলো বিক্রি করবেন না তিনি আরো গরুর সংখ্যা বাড়াতে চান। এভাবে, তার গাভীর দুধ থেকে আয় হওয়া অর্থ শুধু তার পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হচ্ছে না, বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করছে, যা তার জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়ক হয়েছে।

কেস স্টাডি-৩

মংলী সরেন, দৌলতপুর, পূর্ব চকমথুরা, ফুলবাড়ি, দিনাজপুর। মোবাইল নং----------, এন আই ডি নং----------। বর্তমানে ৬২ বছর বয়স, ৫ সন্তানের মা তিনি। ছেলে মেয়ে সবাই বিয়ে করে যার যার মতো সংসার করছেন। ছেলেদের কাছেই তিনি থাকেন। ছেলেরা কৃষিকাজ করে কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে কেউ স্বাবলম্বী না হওয়ায় চিকিৎসা বা অন্যান্য খরচ বহন করতে পারেন না।

মংলী সরেন "সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ নৃ-গোস্টির আর্থ সামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পটি (২য় সংশোধিত)" প্রকল্প থেকে ২০টি মুরগি, মুরগির জন্য ঘর এবং তিনমাসের দানাদার খাবার পেয়েছিলেন।

তিনি বলেন, এই প্রকল্প থেকে সোনালী জাতের মুরগি দেওয়া হয়েছিল সেগুলো দেশি জাতের না হওয়ায় এই আবহাওয়ায় ০৫ টি মুরগি মারা গিয়েছে। এই আবহাওয়ার জন্য দেশিয় জাতের মুরগি হলে ভাল হতো। প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর শহরে হওয়ার কারণে মুরগির রোগ বালাই যখন শুরু হয়েছিল তখন প্রাণীগুলোকে ডাক্তার দেখানো সম্ভব হয়নি। প্রতি মাসে যদি প্রকল্প থেকে প্রানী দেওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত পশু ডাক্তার আসেন তাহলে নিয়মিত টিকা বা চিকিৎসা দেওয়া হলে মুরগিগুলো মারা যেতো না। বর্তমানে ১৫ টি মুরগি থেকে প্রতিদিন ৮-৯ টি ডিম পাওয়া যায়, যা তিনি ও তার পরিবার খেয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে ২-৪ হালি ডিম তিনি ৪০ টাকা দরে বিক্রি করে থাকেন।

তিনি দুঃখ করে বলেন, এই ৬২ বছর বয়সে কৃষিকাজ বা অন্যান্য কাজ করার মতো শারীরিক অবস্থা না থাকার কারণে বাড়িতে বসে মুরগি, হাঁস, ভেড়া ও গরু পালন করা সহজ হতো বিধায় তিনি প্রকল্প থেকে বকনা বা ভেড়া অনুদানের দাবী জানান এবং বলেন এখান থেকে যেটুকু উপার্জন করতে পারতেন তা দিয়ে ভালোভাবে নিজের খরচ ও চিকিৎসা খরচ চালাতে পারতেন।

ছবি অনুদান (প্রাণি ও গৃহ) ও সুফলভোগী

তিনি আশা করেন, পরবর্তীতে প্রকল্প থেকে উন্নত জাতের প্রাণী পাওয়া যাবে যা থেকে আমাদের উপকার হবে। প্রকল্প থেকে অবশ্যই পশুর টিকা বা পশুর কোনো রোগ-বালাই হলে চিকিৎসার সহায়তা এলাকা থেকেই যেন পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা রাখতে হবে বলে মত দেন।